FEB. 1 7 2001

ভোরের কাগজ

ক্যাম্পাস, সংলগ্ন গ্রাম রণক্ষেত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

তুচ্ছ ঘটনায় প্রথমে ছাত্রদের তাণ্ডব, ৪০ বাড়িতে আগুন-লুটপাট, গ্রামবাসীর পাল্টা হামলা, আহত অর্ধশতাধিক, সুযোগ বুঝে হল ভবনে শিবিরের ভাঙচুর

সাইদুর রহমান, রাজশাহী থেকে : তুচ্ছ পাওনা আর বাকি নিয়ে তর্কাতর্কির দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে ক্যাম্পাস সংলগ্ন বাজারের দোকানি ও গ্রামবাসীর কয়েকদফা সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ করেই রাজশাহী রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। দুপুর থেকে রাত অব্দি ছাত্রদের সঙ্গে স্টেশন বাজারের দোকানি ও মেহেরচণ্ডী গ্রামবাসীর দফায় দফায় ভয়াবহ সংঘর্ষে একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনারসহ অর্ধ শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে।

এদিকে রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে আজ শনিবার ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ১ মার্চ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। আজই বিকাল ৪টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদেরকে হল ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। তবে ২ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈদুল আজহার ছুটি থাকায় এই সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত ১০ মার্চ পর্যন্তই বন্ধ থাকছে।

সংঘর্ষ বাজার এলাকাসহ মেহেরচণ্ডী গ্রাম এবং এক সময় গোটা ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা স্টেশনবাজার, স্টেডিয়াম মার্কেটে আগুন দেয়। গ্রামের ৪০টি বাড়িতেও আগুন দেওয়া হয়। একপর্যায়ে গ্রামবাসীরা ৭ ছাত্রকে পুড়িয়ে হত্যার গুজব ছড়ালে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সংঘর্ষস্থলে বিডিআর মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে।

আহতদের মধ্যে ১৬ জন ছাত্র ও ৩ জন পুলিশকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) রৌশন আরা, ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ, মিলন, তাজু, আশরাফ, কুতুব, শফিক, বাবু, রশিদ, সজল, ইকবাল, প্রদ্যোত, শহিদুল্লাহ ও জুয়েলের অবস্থা গুরুতর। আহত আরো অনেককে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ১টার দিকে স্টেশনবাজারের একটি সেলুনে দাড়ি সেভের ২ টাকা পাওনা নিয়ে এক ছাত্রের সঙ্গে দোকানির মারামারি হয়। এ ঘটনা মিটে যেতে না যেতেই খাবার হোটেলে বাকি বিল নিয়ে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে হোটেল কর্মচারীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে সংঘর্ষ ব্যাপ্তিলাভ করে।

এ সময় স্টেশনবাজারে দোকানদারদের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। দোকানদাররা মেহেরচণ্ডী গ্রামে গিয়ে মেসের ছাত্রদের ওপর হামলা চালালে গ্রামবাসী ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) রৌশন আরার মাথায় পাথর লাগলে তিনি গুরুতর আহত হন। তার আহত হওয়ার পর স্বল্পসংখ্যক পুলিশ হতবিহ্বল হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। ছাত্ররা স্টেশনবাজারের দুই শতাধিক দোকান, স্টেডিয়াম মার্কেট ও নিউজ সেন্টারে আগুন দেয় এবং লুটপাট করে। দুপুর ১টায় সংঘর্ষ শুরু হলেও পুলিশ সন্ধ্যা ৬টায় অ্যাকশনে যায়। বিকাল ৫টায় বিডিআর নামানো হয়।

পুলিশ কমিশনার খন্দকার সাহেব আলী ও বিডিআর ৩৫ ব্যাটেলিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইদুর রেজা যৌথভাবে ফোর্সকে নির্দেশনা দিয়ে ছাত্র ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ থামাতে অ্যাকশনে গেলেও ছাত্ররা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে দোকানপাট লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত রাখে।

সংঘর্ষের শুরুতেই গ্রামবাসীরা ৭ জন ছাত্রকে পুড়িয়ে মারার গুজব ছড়িয়ে দিলে হলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ক্যাম্পাস, সংলগ্ন গ্রাম রণক্ষেত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

হয়ে পড়ে। পুলিশ জানায়, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ছাত্র শিবিরের কর্মীরা সাধারণ ছাত্রদের উস্কে দেয়। ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে, ঘটনার সুযোগ নিয়ে ছাত্র শিবির কর্মীরা কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে জখম করেছে। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজশাহী মহানগর পুলিশের সহস্রাধিক ফোর্স ছাড়াও অন্য জেলা থেকেও পুলিশ এনে কাজে লাগানো হয়। ছাত্ররা মেহেরচণ্ডী গ্রামের ৪০টি বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করে এবং লুটপাট করে বলে পুলিশ জানায়। গতকালের এই ঘটনা রাজশাহীতে স্মরণকালের মধ্যে ভয়াবহতম গোলোযোগের ঘটনা।

সংঘর্ষে মুহুর্মুহু গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের শব্দে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শতাধিক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। এ সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে পড়তে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে দেখা যায়।

একটি সূত্রের মতে, জামাত-শিবিরপন্থী একটি গ্রুপ রা.বি. গোরস্থান মসজিদে গতকাল জুমার নামাজের খুতবার বক্তৃতায় সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে উঠলে মুসল্লিরা প্রতিবাদ করে। পরে তারা মেহেরচণ্ডীতে একটি মসজিদে পুনরায় একই বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে মুসল্লিদের সঙ্গে বচসার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে স্টেশনবাজারেও খাবার নিয়ে বচসার সৃষ্টি হয়। এই বচসায় শিবিরের কর্মীরা ইন্ধন দিয়ে ঘটনাকে ব্যাপক রূপ ভিতরের কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে আরো বলা হয়, কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে স্টেশনবাজারের এক হোটেলে খাবারের দাম নিয়ে হোটেল কর্মচারীদের সঙ্গে বচসা হয়। তখন বাজারের অন্য দোকানিরা হোটেল কর্মচারীদের পক্ষাবলম্বন করলে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়। সে সময় বাজার সংলগ্ন গ্রামবাসীও দোকানিদের পক্ষ নিয়ে ছাত্রদের ওপর এলোপাতাড়ি আক্রমণ শুরু করে। ফলে বেশকিছু ছাত্র আহত হয়। এ সময় কে বা কারা স্টেশনবাজারে অগ্নিসংযোগ করে। এ অগ্নিকাণ্ডের পর পরই বাজারের নিকটবর্তী চারুকলা ভবনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর হয়। এতে ভবন এবং চারুকলা বিভাগের ছাত্রদের অনেক শিল্পকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্রদের ওপর গ্রামবাসীর হামলা এবং চারুকলা ভবনের ধ্বংস সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররা ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়। উত্তেজিত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন ও প্রশাসনিক ভবনসহ ক্যাম্পাসের কিছু দোকানপাটের ক্ষতি সাধন করে।